Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.47-56.
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অর্থশাস্ত্র ও মনুস্মৃতিতে আয়ুর্বেদ-চর্চা

নিবেদিতা হাজরা
সহকারী অধ্যাপিকা, দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ, ভাতার, পূর্ব বর্ধমান, ভারত

Abstract:

Ayurveda is one of the ancient medical systems of India. The main objective of Ayurveda which is a combination of 'Ayu' and 'Veda' is health protection and improvement of health, correct treatment and prevention of diseases. The modern medical system has improved a lot and along with it, human diseases have increased in leaps and bounds. In keeping with the current dynamic era, unhealthy diet and uncontrolled lifestyle are making people fall ill easily, forcing people to seek medical treatment. The problem is that current medical systems can easily cure people from the disease, but also cause other side effects, which increase the chance of relapse later. And that's why in the present age people are again relying more on the ancient side effect free Ayurvedic treatment. If we review the medical system of southern states, especially Kerala, we can see how Ayurvedic treatment is curing diseases and foreigners from different countries are also taking advantage of this treatment system. The history of this Ayurvedic practice is very old. Although the names of Charakasamhita, Susrutasamhita, Ashtangahridaya are famous as the ancient and independent books of Ayurveda scriptures, we first get to know about Ayurvedic practice in Vedic literature and Ayurveda has been placed as an important subject in various Smritishastras and Dharmasastras of the later period. I will try to shed light on how Ayurveda was discussed in Manusamhita and Arthashastra and how important it was.

Keywords: Arthashastra, Ayurveda, Manusamhita, Medicinal plants, Treatment,

চেনা ব্যক্তির সাথে দেখা হলে আমরা জিজ্ঞাসা করি -'ভাল আছেন?' সাধারনত প্রত্যুত্তরে বলা হয় ,'ভালো'। কিন্তু যখন গভীরে ভাবি, সত্যিই কি আমরা ভালো আছি? অর্থ, কীর্তি,স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা কেউই সম্ভবত ভালো নেই। গতিশীল জীবনের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে শরীরে, মনে শুধুই অসুখের বাসা। আর সেই গতিশীলতাকেও কখনও কখনও থামিয়ে দিচ্ছে ঝটিতি মৃত্যুর ভ্রুকুটি। মৃত্যু যেন এখন আর কোন বয়সেই সীমাবদ্ধ নয় । বর্তমান যুগে যে কোনও বয়সেই মৃত্যুর আনাগোনা। কিন্তু প্রাচীনকালে এরকম ছিল না। তখন মানুষের গড় আয়ু ছিল একশতবর্ষ। আর শুধু তাই নয়, এই দীর্ঘ আয়ু ছিল রোগশূন্য। এই রোগহীন আয়ু যে আয়ুর্বেদচর্চা ও তার অনুসরণের মাধ্যমেই লব্ধ হতো, তা বলাই বাহুল্য।

বিপুল আয়ুর্বেদের কতটুকুই বা আমরা জানি।তবে যেটুকু আমরা জানতে পারি তাতে প্রাচীন আয়ুর্বেদ যে বর্তমান medical science- এর তুলনায় অনেক উন্নত ছিল, তা সহজেই অনুমিত হয়। 'আয়ুঃ' অর্থাৎ জীবন, 'বেদঃ' অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান। অর্থাৎ জীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার যে জ্ঞান, তাই আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ হল সম্পূর্ণরূপে জীবনের জ্ঞান। স্বাস্থ্যহীনতা ও রুগ্নতাকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর অনুঘটকও বটে। আয়ুর্বেদ কে আমরা অথর্ববেদের উপবেদ রূপে জানি। আবার 'চরণব্যূহ'তে আয়ুর্বেদ কে ঋগ্বেদের উপবেদ বলা হয়েছে। যাইহোক, বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বেদোত্তরযুগের বহু রচনাতেই এহেন গুরুত্বপূর্ণ আয়ুর্বেদচর্চা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। আচার্য কৌটিল্য বিরোচিত 'অর্থশাস্ত্র' বা ভগবান্ মনু বিরচিত মনুস্মৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থশাস্ত্র বা মনুসংহিতা কেবলমাত্র প্রশাসনিক কৌশলের বিস্তারিত আলোচনাই করেনি, তৎকালীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও চিকিৎসা পদ্ধতি সহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

দিনলিপি: আচার্য কৌটিল্য তার গ্রন্থের প্রথম অধিকরণে রাজার প্রাত্যহিক দিনলিপি ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমান যুগে আমরা যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ীদের প্রায় 24 ঘন্টাই কাজের মধ্যে যুক্ত থাকতে দেখি; তেমনি আচার্য কৌটিল্য রাজাকে দিবারাত্র কাজে নিযুক্ত দেখতে চেয়েছেন এবং সেই হিসাবেই তিনি রাজার প্রাত্যহিক দিনলিপি প্রস্তুত করেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন-

'राजानम् उत्तिष्ठमानम्, अनुत्तिष्ठन्ते भृत्या:'।1

তন্ত্রযুক্তি: অর্থশাস্ত্রের পঞ্চদশ অধিকরণে তন্ত্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তন্ত্র শব্দের অর্থ- 'রাজ্য শাসন বর্ণিত হয়েছে যে গ্রন্থে সেই অর্থশাস্ত্ররূপ বিজ্ঞান'। যুক্তি শব্দের অর্থ 'লক্ষণ-সমন্বিত উদাহরণ'। অর্থশাস্ত্রে 32 টি তন্ত্র যুক্তি উল্লিখিত হয়েছে [2] , যা সুশ্রুত-সংহিতার সঙ্গে সমান।

রসশাস্ত্র: যেহেতু একটি রাজ্যকে আত্মনির্ভরশীল এবং শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে খনিজ বা আকর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই অর্থশাস্ত্রে খনিজশাস্ত্র- বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়-

'आकरप्रभव: कोश: कोशदण्ड: प्रजायते।
पृथिवी कोशदण्डाभ्यां प्राप्यते कोशभूषणा।। '3

তবে আকর বলতে শুধুমাত্র খনিজাত দ্রব্যকে বোঝানো হয়নি, আকর বলতে প্রধানত ভূগর্ভ, সমুদ্র বা নদী থেকে জাত বা খননসাধ্য অর্থকরী দ্রব্যসামগ্রী-

'सुवर्ण-रजत-वज्र-मणि-मुक्ता-प्रवाल-शंख-लोह-लवण-भूमि-प्रस्तर-रस-धातव:
खनिज:'[4]

অর্থাৎ , খনিজ বলতে বিভিন্ন রত্ন, সোনা এবং রুপা ছাড়া অন্যান্য ধাতু, লবণ, ভূগর্ভ ও পর্বতাঞ্চল থেকে উৎপন্ন ধাতু, খনিজ-তৈলাদি-রূপ রসধাতু প্রভৃতি অর্থকরী প্রাকৃতিক সম্পদ, যা কৃষিজাত নয়। এই সকল খনিজ দ্রব্যের মধ্যে মুক্তার 10 প্রকার প্রাপ্তিস্থান এবং তিন প্রকার জন্মস্থান (শঙ্খ শুক্তি ও প্রকীর্ণক),13 প্রকার দোষ ও চার প্রকার গুণের কথা বলা হয়েছে। মনির তিন প্রকার আকরস্থল ও পাঁচ প্রকার জাতি, হীরার ছয় প্রকার প্রাপ্তিস্থান ও তিন প্রকার উৎপত্তিস্থল , প্রবালের দুই প্রকার উৎপত্তিস্থল[5] , পাঁচ প্রকার সুবর্ণ চার প্রকার রজত[6] প্রভৃতি যেমন বর্ণিত হয়েছে ,সেরূপ তাম্র, সীসা ,পারদেরও বর্ণনা আছে। এছাড়াও অর্থশাস্ত্রে

শুল্বশাস্ত্র, ধাতুশাস্ত্র, রস, পাক, মনিরাগ প্রভৃতি শাস্ত্রের বিষয়ে জ্ঞানের দ্বারা ধাতুশোধন, ধাতুপরীক্ষা, ধাতুপরীক্ষা-বিশারদ সম্পর্কেও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে [7] ।

রত্ন বলতে আমরা যা বুঝি , অর্থশাস্ত্রে শুধুমাত্র সেগুলোকেই রত্ন বলে গ্রহণ করা হয়নি। চন্দন, অগরু (aloevera), কালেয়ক বা দারুহরিদ্রা, তৈলপর্নিক,ভদ্রশ্রীয় প্রভৃতি সারদ্রব্যকে(objects of high value) তাদের আয়ুর্বেদিক গুণের উপর ভিত্তি করে রত্নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[8] এছাড়াও এগুলির প্রকারভেদ, গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, উৎপত্তিস্থল প্রভৃতি বিষয়েরও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন চন্দনের 16 টি উৎপত্তি ভূমি, নয়টি বর্ণ, 11 টি গুন[9] , অগরুর আটটি গুন প্রভৃতি।

'কুপ্য' অর্থাৎ বনদেশে উৎপন্ন সারদারু, বেনু, বল্লী, বল্ক, ওষধি প্রভৃতি দ্রব্য। আচার্য কৌটিল্য শাক, অর্জুন, সাল, শিরীষ, আম্র প্রভৃতি সারদারুবর্গ; উটজ, চিমিয়, বেনু, বংশ, ভাল্লুক প্রভৃতি বেনুবর্গ; বেত্র, বাশী, নাগলতা প্রভৃতি বল্লীবর্গ; মালতি, মূর্বা, অর্ক, শণ প্রভৃতি বল্কবর্গ; মুঞ্জ, বল্বজা, মালী, তাল, ভূর্জপত্র, কিংশুক, কুসুম্ভ, কুম্কুম, কন্দ, আমলকী, হরীতকী প্রভৃতি ঔষধবর্গ এবং স্থাবর ও জঙ্গম বিষবর্গের উল্লেখ করেছেন।[10] স্থাবর বিষবর্গের অধিকাংশই হলো সাধারণ বিষযুক্ত ওষধিবিশেষ। তবে বিশেষ উপায়ে যে সেগুলি মারাত্মক রূপ ধারণ করতো ,তারও বর্ণনা অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত হয়।[11]

আচার্য মনুও উদ্ভিদসমূহকে আটটি শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন । ওষধি অর্থাৎ যারা ফল পাকলে মারা যায়। যথা- ধান, যব প্রভৃতি।বনস্পতি অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ পুষ্পিত না হয়েই ফলবন্ত হয়। বৃক্ষ অর্থাৎ যার ফুল থেকে ফল জন্মায়। গুচ্ছ অর্থাৎ যার মূল থেকে অনেক শাখা জন্মায় অথচ কান্ড নেই, যেমন - মল্লিকা প্রভৃতি। গুল্ম অর্থাৎ যার একটি মূল থেকে বহু অঙ্কুর উদ্গাত হয়, যথা- শর, ইক্ষু, বাঁশ প্রভৃতি। উলূখড় জাতীয় তৃণজাতি। প্রতান অর্থাৎ যারা মাটির উপর লতিয়ে থাকে, যেমন লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি এবং বল্লী অর্থাৎ যে লতা জাতীয় উদ্ভিদ মাটি থেকে কোন গাছ বা অন্য কিছুকে বেষ্টন করে ওপরে ওঠে, যেমন- গুডুচী প্রভৃতি। [12]

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বর্তমানযুগের উন্নত বিজ্ঞানের আবিষ্কারের বহু পূর্বেই উদ্ভিদসমূহে যে জীবন ও সচেতনতার মেলবন্ধন বিদ্যমান, তা আচার্য মনু জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন-

'तमसा वहुरूपेण वेष्टिता: कर्महेतुना।
अन्त:संज्ञा भवन्त्येते सुखदु:खसमन्विता।।'[13]

অর্থাৎ, বৃক্ষসমূহ পাপকর্মবশতঃ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু বৃক্ষের অন্তরেও চেতনা ও অনুভবশক্তি আছে, তাই বৃক্ষেরও জীবন সুখ-দুঃখে বিজড়িত।

অর্থশাস্ত্রে ঋতুঅনুসারে বিভিন্ন শস্যবীজের বপন নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন শালি, ব্রীহি, কোদ্রব, তিল,প্রিয়ঙ্গু,ধারক ও বরক- এই সাতপ্রকার শস্যবীজ বর্ষার পূর্বভাগে; মুদ্গ, মান,শিম জাতীয় শস্য বর্ষার মধ্যভাগে এবং কুসুম্ভ মসূর কুলুত্থ, যব, গোধূম, কলায়, অতসী ও সর্ষপ- এই আটজাতীয় শস্য বীজ বর্ষার শেষভাগে বপন করতে বলেছেন।[14] শুধু তাই নয়, এই সকল কৃষিকাজের সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বাবধানে যিনি থাকবেন অর্থাৎ কৃষিকর্মাধ্যক্ষকে অবশ্যই কৃষিতন্ত্র (বৃদ্ধপরাশরাদি প্রণীত কৃষিসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান), শুল্বশাস্ত্র(ভূমি-উদক পরিজ্ঞানশাস্ত্র)এবং বৃক্ষায়ুর্বেদ (বৃক্ষের আয়ু প্রভৃতির জ্ঞানসম্বন্ধিত বিজ্ঞান) বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে।[15]

কৌটিল্যের মতানুসারে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথা আয়ুর্বেদিক গুণাবলী সমৃদ্ধ যেসকল দ্রব্য অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে, সেগুলি হল-

ক্ষারবর্গ: সর্পি, তেল,বসা,মজ্জা।

লবণবর্গ: ইক্ষুজাত ফাণিত, গুড়, মৎস্যণ্ডিকা, খন্ডশর্করা।

মধুবর্গ: সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড়, যবক্ষার, সৌর্বচল, উদ্ভেদজ।

স্নেহবর্গ: ক্ষৌদ্র (মৌমাছির দ্বারা সঞ্চিত মধু), মার্দ্বীক (আঙ্গুর থেকে উৎপন্ন মধু)।

এছাড়াও বৃক্ষাম্ল, ফলাম্ল(group of sour fruit juice), দ্রবাম্ল(sour liquids), কটুকবর্গ(group of spices), শাকবর্গ(group of vegetables) প্রভৃতিও সংরক্ষণ করতে হবে।[16]

এছাড়াও অর্থশাস্ত্রে শুক্ত (fermented juice) -এর কথা বলা হয়েছে। ইক্ষুরস, গুড়, মধু, ফাণিত(treacle), জাম্বব ও কাঁঠালের রস- এগুলির যেকোনো একটির সাথে মেষশৃঙ্গী নামক ওষধিবিশেষ ও পিপ্পলীর সাথে মেশানোর পর পুনরায় ছিল। চিভিট, উর্বারুক, ইক্ষুকাণ্ড, আম ও আমলক- এই পাঁচটি রসের সাথে মিশিয়ে, অথবা না মিশিয়ে যে রস পাওয়া যায়, তা শুক্তবর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই রসের উৎকর্ষতার মাত্রা আবার রসের সংরক্ষণকালের দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ যে রস যত পুরানো , তার উৎকর্ষতা ততবেশি।[17]

সুরা বা মদ্য: চরকসংহিতা[18], সুশ্রুতসংহিতায়[19] সূরাকে চিকিৎসার কাজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে দেখানো হয়েছে। আচার্য কৌটিল্যও মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন না, তবে তার অভিমত ছিল নিজের মর্যাদা রক্ষা করেই মদ্যপান করা উচিত[20]। শুধু তাই নয়,সুরার উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, পানাগার নির্মাণ, সুরা-সংক্রান্ত শুল্ক, অপরাধ প্রভৃতি বিষয়ক প্রধান দায়িত্ব দেওয়ার জন্য 'সুরাধ্যক্ষ' নামক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পদের সৃষ্টি করেছিলেন। সুরাপানের জন্য পানাগার নির্মাণের ক্ষেত্রেও মহর্ষি চরক যে সকল বিষয় অনুসরণ করতে বলেছেন[21], কৌটিল্যও সেই সকল বিষয় অনুসরণ করেছেন[22] ।কৌটিল্য মূলত: সুরার ছয়টি ভেদ স্বীকার করেছেন- মেদক, প্রসন্না, আসব, অরিস্ট, মৌরেয় ও মধু[23] এবং প্রত্যেক প্রকার সুরার যোগবিধির ও নির্মাণবিধির উল্লেখ করেছেন। তবে এই ছয় প্রকার সুরা ছাড়াও শ্বেতসুরা, সহকারসুরা,রসোত্তরা, বীজোত্তরা, বা মহাসুরা সম্ভারিকী, সুরকা, ফলাম্ল, অম্লশীধু প্রভৃতি সুরার নামোল্লেখ করেছেন[24]।

চিকিৎসক:- মনুসংহিতায় চিকিৎসকদের স্থান ছিল অত্যন্ত নিম্ন। চিকিৎসাকে কেউ বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করলে, তাকে অশুচি বলে গণ্য করা হতো। সেজন্য শ্রাদ্ধে তারা বর্জনীয় ছিল [25]। চিকিৎসকের গৃহে অন্নগ্রহণ করাও ছিল নিষিদ্ধ[26]। তবে অর্থশাস্ত্রে চিকিৎসকদের এতটা দুরবস্থা ছিলনা। । চিকিৎসকেরা ছিলেন বেতনভুক এবং অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গেই তাকে একআসনে বসানো হয়েছে[27]। তবে চিকিৎসকেরা সম্মানজনক বেতনই পেতেন। কোনোক্ষেত্রে বেতন দাতা বেতন না দিলে, বেতনদাতার দৃষ্টান্তমূলক অর্থদণ্ডের প্রচলন ছিল[28]। অর্থাৎ সে সময়ে চিকিৎসকেরা চিকিৎসা কে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন । রাজা চিকিৎসককে যে জমি দান করতেন, তা চিকিৎসকেরা বিক্রয় করতে বা বন্ধক রাখতে না পারলেও, সেই জমি ছিল দণ্ড ও কররহিত[29]। রাজার প্রাত্যহিক কর্তব্যের মধ্যে চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারও অবশ্যকরণীয় বলেই কৌটিল্য মতামত দিয়েছেন [30]। অর্থ শাস্ত্রে চিকিৎসাব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রায় পাঁচ প্রকার চিকিৎসকের সন্ধান পাই- কায়চিকিৎসক অর্থাৎ

সাধারণ ওষুধবিশেষজ্ঞ, জাঙ্গলীবিদ্ অর্থাৎ বিষবিদ্যাচিকিৎসক, প্রসূতিবিদ্, সেনাচিকিৎসক এবং পশুচিকিৎসক।

কর্তব্যের গাফিলতিতে চিকিৎসকদের শাস্তিদানের প্রতিবিধান ছিল। যেমন - যদি কোনো ব্যক্তি প্রচ্ছন্নক্ষত নিরাময়ের জন্য বা অপথ্যদ্রব্য ও মরণোৎপাদকদ্রব্য ব্যবহারের জন্য চিকিৎসকের কাছে আসে, তবে চিকিৎসককে অবশ্যই সেই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করতে হবে। অন্যথায় চিকিৎসককে অপরাধী বলে গণ্য করা হতো[31]। আবার যদি চিকিৎসকের দোষে রোগীর মৃত্যু বা অঙ্গহানি ঘটে সেক্ষেত্রেও চিকিৎসকের অর্থদণ্ড অথবা রোগীর যে অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চিকিৎসকেরও সেই অঙ্গের ছেদ বা হানি ঘটানো হতো [32]। মনুসংহিতাতেও চিকিৎসকের অপরধানুসারে দণ্ড নির্দিষ্ট ছিল। কোন চিকিৎসক বা বৈদ্য যদি পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে মিথ্যা চিকিৎসা করে তাহলে তাদের প্রথম সাহস দন্ডে পন্ডিত করা হতো এবং মনুষ্যের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মিথ্যা চিকিৎসা করলে সেই বৈদ্য বা চিকিৎসককে মধ্যম সাহস দন্ডে দণ্ডিত করা হতো।

'চিকিত্সকানাং সর্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দম: ।
অমানুষেষু প্রথমো মনুষেষু তু মধ্যম:।।'[33]

মনুসংহিতায় ওষুধহরণকারীকেও যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত[34] ও দণ্ডদানের বিধান ছিল[35]।

বৈদ্যশালা:- অর্থশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈদ্যশালা নির্মাণ। ভারতবর্ষে বৈদ্যশালা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই নির্মিত হয়েছিল। দুর্গের উত্তর-পশ্চিমভাগে ঔষধের দোকান তথা বৈদ্যশালা নির্মাণের কথা অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে –

'उत्तरपश्चिमं भागं पण्य-भैषज्य-गृहम्'[36]

গর্ভিণীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি: অর্থশাস্ত্রে সূতিকাগৃহ ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীনীদের কক্ষ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে[37]। গর্ভিণী স্ত্রীর মুদ্রা বা শুল্ক ছাড়াও নদী প্রভৃতি পারাপারের অনুমতি ছিল[38]। দাসী গর্ভবতী হলে গৃহস্বামীকে দাসীর প্রসবশুশ্রূষার উপযোগী ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হতো, অন্যথায় গৃহস্বামীকে দণ্ডিত করা হতো[39]। গর্ভিনী-স্ত্রী অপরাধী হলেও গর্ভাবস্থায় তাকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া যেত না[40]। বলাই বাহুল্য গর্ভপাত তৎকালীন যুগে নিষিদ্ধ ছিল[41]।

অগদতন্ত্র: যেহেতু রাজা শত্রু সংখ্যা অধিক তাই সেবকদের সহায়তায় রাজার খাদ্য ও পানীয়তে বিষ মিশ্রিত করার সম্ভাবনাও প্রবল থাকে। অন্ন ও পানীয় ছাড়াও বস্ত্র ,মালা, অলংকার, শয্যা, স্নানের জল প্রভৃতিতেও বিষ মিশ্রিত করার প্রবণতা ছিল। এই সকল বস্তুর বিধিপূর্বক পরীক্ষাও অবশ্যকরণীয় ছিল এবং সেজন্যই আচার্য কৌটিল্য 'জাঙ্গলীবিদ্' বা বিষ-চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ও সেইসঙ্গে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দক্ষ চিকিৎসককে রাজার সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজার চিকিৎসক ঔষাধালয়ে নিজে স্বাদ গ্রহণ করে, পরীক্ষাকৃত ঔষধ রাজার সামনে ঔষধের পাচক ও পেষককে খাইয়ে এবং শেষে নিজের সেবন করে, তবেই রাজাকে দেবেন। এই একইভাবে পান ও পাণীয়কে পরীক্ষা করে রাজাকে প্রদান করতে হবে[42]।

খাদ্যসামগ্রীতে বিষমিশ্রিত আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে- খাওয়ার আগে রাজা খাদ্যদ্রব্য অগ্নিকে ও পক্ষীকে নিবেদন করে, নিশ্চিত হয়ে, তবেই নিজে গ্রহণ করবেন[43]। শুধু তাই নয় অন্ন ও পাণীয়তে বিষমিশ্রিত থাকলে তাদের কিরূপ বিক্রিয়া হয়, তারও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে [44]।

বিষদাতার লক্ষণ: 'ঔপনিষদিকম্' নামক অধিকরণে যেমন অগদতন্ত্র এবং বিষবিদ্যার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনভাবেই একজন বিষদাতার লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে। একজন বিষদাতার মুখ শুষ্ক তথা বিবর্ণ হয়, কথোপকথনের সময় কথা আটকে যায়, শরীরে ঘাম নির্গত হয় ও কম্পন উপস্থিত হয়, সমতলভূমিতেও পদস্খলন ঘটে, তার বাক্য বিক্ষিপ্ত ও মন চিন্তাক্লিষ্ট থাকে এবং সেই ব্যক্তি নিজের কাজে ও নির্দিষ্ট স্থানে একভাবে অবস্থান করতে পারেনা[45]। সুশ্রুতসংহিতার কল্পস্থানে একইভাবে বিষদাতার লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে[46]।

'পরঘাতপ্রয়োগঃ' নামক অধ্যায়ে[47] শত্রু বধের উদ্দেশ্যে ঔষধপ্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে শত্রু বলতে শুধু মানুষ নয়, শত্রু রাজার পোষ্য প্রাণীসমূহকেও বলা হয়েছে। কিভাবে এই ঔষধ প্রস্তুত করা হবে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও শত্রুনাশের জন্য কতকগুলি রোগের কথা বলা হয়েছে এবং কিভাবে সেই রোগের শত্রু শরীরে প্রকোপ ঘটানো যায়, সে সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। হয়তো এই সমস্ত রোগ তৎকালীন যুগে দুরারোগ্য ছিল বলেই শত্রুকে নাশ করার কাজে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। উল্লেখিত রোগ সমূহের কতগুলি উদাহরণ হল-

কুষ্ঠ অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ বা চর্মরোগ,
প্রমেহ অর্থাৎ অতিমূত্রস্রাবরোগ,
শোষ অর্থাৎ ক্ষয়রোগ,
বিষূচিকা অর্থাৎ কলেরা,
জ্বররোগ প্রভৃতি।

এই সকল দুরারোগ্য ব্যাধি ছাড়াও শত্রুরাজা, শত্রুরাজার সেনানী এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রাণীসমূহের শরীরে অন্ধত্ব, উন্মত্ততা, মূকত্ব, বধিরত্ব প্রভৃতিও কিভাবে উৎপন্ন করা যায় সে সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। মনুসংহিতাতেও বেশ কয়েকটি রোগের উল্লেখ রয়েছে। যেমন অর্শ, যক্ষ্মারোগ, মৃগীরোগ, শ্বেতরোগ[48], চর্মরোগ, উন্মত্ততা, অন্ধত্ব[49], বধিরত্ব, বিকলাঙ্গ[50], খঞ্জত্ব, বাতব্যাধি[51] প্রভৃতি। পশু দ্বারা দষ্ট মানুষের চিকিৎসার কথাও উল্লেখিত হয়েছে মনুসংহিতায়।

তবে অর্থশাস্ত্রে শুধুমাত্র কিভাবে খাদ্য-পানীয়কে বিষযুক্ত করা বা মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীকে রোগযুক্ত করা যায়, সেই বিষয়সমূহই উক্ত হয়নি; কিভাবে জলদূষণ, বিষপ্রয়োগ বা রোগসমূহ থেকে প্রতিকার পাওয়া যাবে সেসম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। 'স্বললোপঘাতপ্রতীকারঃ'[52] নামক অধ্যায়েই মূলতঃ এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- শ্লেষ্মাতক, কপিত্থ, দন্তী, দন্তশঠ, গোজী, শিরীষ, পাটলী, বলা, স্যোনাক, পুনর্নবা, শ্বেতা নামক সুরা, বরণ- এদের মিশ্রিত ক্বাথের সাথে চন্দনরস ও শালাবৃকীর রক্ত যুক্ত করে প্রস্তুত তেজনোদক বিষের প্রতিকার (Antidote) রূপে গৃহীত হয়। সৃগালবিন্না, ধূতূরা, সিন্ধুবারিত, বরণ ও বরণবল্লীর মূল থেকে তৈরী কষায় দুধের সাথে মিশিয়ে পান করালে তা মাদকদ্রব্যের দ্বারা উৎপাদিত দোষ নষ্ট করে। কৈডর্য,পূতি ও তিলের তেল নাক দিয়ে টানলে, তা উন্মত্ততা দূর করে -

'कैडर्य-पूति-तिल-तैलम् उन्मादहरं नस्त:कर्म'[53]।

প্রিয়ালের কল্ক ও করায় কুষ্ঠরোগ দূর করে[54]। এছাড়া প্রিয়ঙ্গু ও চিরিবিল্বের মিশ্রণ কুষ্ঠরোগ দূর করে। কুষ্ঠ নামক ওষধি এবং লোধ্রের মিশ্রণ কেশের পক্বতা ও ক্ষয়রোগ নাশ করে। কটফল, শাম্বরী নামক ঔষধি ও বিলঙ্গের চূর্ণ নাক দিয়ে টানলে শিরোরোগ (headache) দূর হয় -

'প্রিয়ঙ্গু-নক্তমালযোগ: কুষ্ঠহর:।
কুষ্ঠ-লোধ্র-যোগ: পাকশোষঘ্ন:।
কটফল-দ্রবন্তী-বিলঙ্গ-চূর্ণং নস্ত:কর্ম শিরোরোগহরম্।[55]।'

প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগর, লাক্ষারস, মহুয়া, হরিদ্রা ও মধুর মিশ্রণ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সংজ্ঞা পুনরায় ফিরিয়ে আনে।

অর্থশাস্ত্রে 'অদ্ভুতোৎপাদনম্' নামক অধ্যায়ে[56] কিছু অলৌকিক প্রস্তুতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সেই সকল প্রস্তুতিতে আয়ুর্বেদিক উপকরণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যেমন-

'উপবাসযোগঃ'- মাষ, যাব, কুলত্থ ও দর্ভমূলের চূর্ণ দুগ্ধ ও ঘৃতের সাথে মিশিয়ে যে খাবে সে একমাস পর্যন্ত উপবাস করতে সমর্থ হবে। অথবা বল্লী, ঘৃত ও দুগ্ধ সমপরিমানে মিশিয়ে পান করলেও এক মাস পর্যন্ত উপবাসে সমর্থ হবে।

'শ্বেতীকরণযোগঃ'- সামুদ্রিক মাড়ুকী, শঙ্খ, সুধা, কলা, ক্ষার ও তক্র মিশিয়ে ব্যবহার করলে ব্যবহারকারী শ্বেতবর্ণ ধারণ করবে। শুষ্ক আদার সাথে শ্বেত-সর্ষপের চূর্ণ যদি বল্লীতে লগ্ন কটু অলাবুতে অর্ধমাস প্রবেশ করিয়ে রাখা হয়, তবে তা, ব্যবহারকারীর রোমরাজিকে শ্বেতবর্ণ করে তোলে। অর্ক, তুল, ককুভ, ও বয়স, অলোজুন নামক কীট ও শ্বেতবর্ণের টিকটিকি পিষ্ট করে কেশে সংলগ্ন করলে, কেশ শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।

'গাত্রপ্রজ্বালনযোগঃ'- পরিভদ্রক নামক নিমের ছাল, বজ্র, কদলী ও তিলকের কল্কের দ্বারা লিপ্ত শরীর বিনা যন্ত্রণায় প্রজ্বলিত হতে সক্ষম, অর্থাৎ শরীরকে অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করলেও, তা শরীরকে দগ্ধ করবে না বা পীড়াদান করবে না।

'অঙ্গারেষু পদচারযোগঃ'- পরিভদ্রক, প্রতিবলা, বঞ্জুল, বজ্র ও কদলীর মূলদ্বারা তৈরি কল্কের সাথে মণ্ডুকের চর্বি মিশ্রিত করে, সেই মিশ্রণ যদি কোন ব্যক্তির পায়ে লাগানো যায়, তবে সেই ব্যক্তি বিনা ক্লেশে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চলতে সক্ষম হয়।

এছাড়াও জলসিঞ্চন করা হলেও কিভাবে অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখা যায়, বিনা শ্রমে কোনো ব্যক্তি শতযোজন পর্যন্ত গমন করতে পারবে, অন্ধকারে দর্শন করতে পারবে এবং অন্তর্ধানযোগ অর্থাৎ নিজের ছায়া ও রূপকে কিভাবে অন্যের অগোচর করবে[57] - এইসব অলৌকিক প্রস্তুতিও বিশদে বর্ণিত হয়েছে।

জনোপদোদ্ধংস :- চরকসংহিতার বিমানস্থানে 'জনোপদোদ্ধংসনীয়' নামক অধ্যায় রয়েছে, যেখানে জনপদ ধ্বংস কারক মহামারী জাতীয় রোগসমূহ এবং সেইসকল রোগের প্রতিকার সমূহ বর্ণিত হয়েছে।[58]। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যাধির উৎপত্তি হলে সেই ব্যাধির নিরাময়ের জন্য বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি সিদ্ধ ও তপস্বীজন দ্বারা শান্তিকর্ম ও প্রায়শ্চিত্ত করার কথাও বলা হয়েছে।[59] পশুদের মধ্যে মহামারী দেখা গেলেও শান্তিকর্ম এবং যে সকল পশুদের মধ্যে মহামারী দেখা দিয়েছে সেই পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে-

'পশুব্যাধিমরকে স্থানান্যর্ধনীরাজনং স্বদৈবতপূজনং চ কারয়েত্'। [60]

মৃত্যুসমীক্ষা ও শবপরীক্ষা: অর্থশাস্ত্রে আলোচিত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এখানে বার্ধক্যজনিত ও অসুস্থতাজনিত মৃত্যু ব্যতীত, হঠাৎ মৃত ব্যক্তির শরীর সংরক্ষিত করে পরীক্ষা ও তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'আশুমৃতক-পরীক্ষা' নামক অধ্যায়ে[6 1] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। প্রথমেই আশুমৃতক (sudden death) ব্যক্তির শরীরকে প্রথমে তৈলধারা সিঞ্চিত করা হতো, যাতে শরীরের গোপন প্রহরাদির চিহ্ন ব্যক্ত হয়। যে ব্যক্তির মল-মূত্র নির্গত হয়েছে, উদর ও ত্বক বায়ুপূর্ণ হয়ে গেছে, যার হাত-পা ফুলে উঠেছে, যার চোখ দুটি উন্মুক্ত, যার কণ্ঠদেশ চিহ্নযুক্ত- তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এই একই লক্ষণযুক্ত আশুমৃতক ব্যক্তির হাত ও উরু সংকুচিত হয়ে গেলে বুঝতে হবে, ওই ব্যক্তিকে গলায় দড়ি বা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। যার পা, দাঁত ও নখ কৃষ্ণবর্ণ; শরীরের মাংস, রোম ও চামড়া শিথিল; মুখ ফেনাযুক্ত - সেই আশুমৃতককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এছাড়াও শূলে চাপিয়ে, জলে ডুবিয়ে, পাথরের আঘাতে, পাতিত করে, সর্প বা বিষাক্ত কীট দংশন করে, বিষাক্তদ্রব্য মিশ্রিত মাদকরস প্রয়োগে মৃত ব্যক্তির শারীরিক লক্ষণ ব্যাখ্যাত হয়েছে। শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির শরীর পরীক্ষা করেই নয়, তার খাদ্য, বস্ত্র, সজ্জা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, মৃত্যুর পূর্বের মানসিক অবস্থা প্রভৃতিও সরেজমিনে পরীক্ষা করার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে।

সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে, সুস্থ-সবল প্রজাই সুস্থ রাজ্যের প্রতীক। সুস্থ নাগরিক বা প্রজা দেশের বা রাষ্ট্রের জন্য কতটা প্রয়োজন, তা সাম্প্রতিক সময়ের এক বিপর্যয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল। আর ঠিক সেই কারণেই জনস্বাস্থ্য বিষয়ে যেমন বর্তমান যুগের সরকার তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সচেতন, ঠিক তেমনি, প্রাচীনকালেও আচার্য কৌটিল্য বা ভগবান্ মনু রাজাদের নিজ কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করেছেন। আর সেই কারণেই আয়ুর্বেদ-চর্চাই ছিল একমাত্র অনুসরণীয় পথ। বলা হয়ে থাকে ' prevention is better than cure', আর তাই অর্থশাস্ত্রে ও মনুস্মৃতিতে ভেষজ ও খনিজ ঔষধের ব্যবহার, রোগের নির্ণয় ও তার যথাযথ চিকিৎসা-সংক্রান্ত আয়ুর্বেদিক বিষয় যেমন আলোচিত হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত দিনচর্চা, সুষম খাদ্যাভ্যাস, সুনাগরিক হিসেবে কর্তব্য প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে সুনিপুণভাবে, যা তৎকালীনযুগের রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলেছিল।

তথ্যসূত্র:

1. অর্থশাস্ত্রম্- 1:19:1.
2. ঐ- 15:1:1.
3. ঐ- 2:12:15:85.
4. ঐ- 2:6:2.
5. ঐ- 2:11.
6. ঐ- 2:13.
7. ঐ- 2:11, 2:12.
8. ঐ- 2:11:8.
9. ঐ- 2:11:9-10.
10. ঐ- 2:17:2-5.
11. ঐ- 14:1.
12. মনুসংহিতা- 1:46-48.

13. ঐ- 1:49.
14. অর্থশাস্ত্রম্- 2:24:6.
15. ঐ- 2:24:1.
16. ঐ- 2:15:4-6.
17. ঐ- 2:15:5.
18. চরকসংহিতা- বিমানস্থানম্ 8:140.
19. সুশ্রুতসংহিতা- চিকিৎসাস্থানম্6:15.
20. অর্থশাস্ত্রম্- 2:25:1.
21. চরকসংহিতা-চিকিৎসাস্থানম্:24.
22. অর্থশাস্ত্রম্- 2:25:3.
23. ঐ- 2:25:5.
24. ঐ- 2 :25:7, 9.
25. মনুসংহিতা- 3:152.
26. ঐ- 4:212.
27. অর্থশাস্ত্রম্- 3:13:8.
28. ঐ- 3:13:9.
29. ঐ- 2:1:2.
30. ঐ- 1:19:3.
31. ঐ- 2:36:3.
32. ঐ- 4:1:16.
33. মনুসংহিতা- 9:284.
34. ঐ- 11:169.
35. ঐ- 9:293.
36. অর্থশাস্ত্রম্- 2:4:4.
37. ঐ- 1:20:3.
38. ঐ- 2:28:4.
39. ঐ- 3:13:5.
40. ঐ- 4:8:6 ও 4:11:6.
41. ঐ- 3:20:4.
42. ঐ- 1:21:3.
43. ঐ- 1:21:1.
44. ঐ- 1:21:2.
45. ঐ- 1:21:3.
46. সুশ্রুতসংহিতা: কল্পস্থানম্-1:7.
47. অর্থশাস্ত্রম্- 14:1.

48. মনুসংহিতা- 3:7.
49. ঐ- 3:161,177.
50. ঐ- 7:149.
51. ঐ- 11:50, 52.
52.অর্থশাস্ত্রম্- 14:4.
53. ঐ- 14:4:2.
54. ঐ- 14:2:5.
55. ঐ- 14:4:3.
56. ঐ- 14:2.
57. ঐ- 14:3:1-4.
58. চরকসংহিতা:বিমানস্থান-৩।
59. অর্থশাস্ত্রম্- ৪:৩:১৭-১৮।
60. অর্থশাস্ত্রম্- .৪:৩:।
61. ঐ- 4:7.

গ্রন্থপঞ্জী:

1. নাগ, ব্রজেন্দ্র চন্দ্র (সম্পা.), 'চরকসংহিতা'(১ম-৬ষ্ঠ খন্ড), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৭৩, ২০১৫(পুনর্মুদ্রণ) ।
2. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মানবেন্দু, (সম্পা.)'কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্'(প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা- ৬, ২০১৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ) ।
3. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মানবেন্দু,(সম্পা.) 'মনুসংহিতা'(অখন্ড), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা- ৬, ১৪১৯(তৃতীয় সংস্করণ) ।
4. Dash, Bhagwan & Sharma,R.K.(Ed.), 'Caraka Samhita'(Vol. I-Vl), Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi-221001, 2016(Reprint).
5. Murthy, K.R. Srikanta,(Ed.) 'Susruta Samhita'(Vol. I-lll), Chowkhamba Orientalia, Varanasi-
6. শুক্ল, ডা. বিদ্যাধর এবং ত্রিপাঠী, ডা. রবিদত্ত, 'আয়ুর্বেদ का इतिहास एवं परिचय', चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, নई दिल्ली-११०००२, २०१७(पुनर्मुद्रित संस्करण)।